তারিখ 16 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

যুগান্তর

তিন প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং এতে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতে তিন ধরনের প্রক্রিয়া প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। সংস্থাটির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনটি সোমবার রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে পেশ করা হয়েছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, 'সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫ সালের কার্যক্রমের ওপর আমরা এ প্রতিবেদন তৈরি করেছি। এটি ৪২তম ইউজিসির প্রতিবেদন। এটি অনুমোদন ও আলোচনার জন্য আসন্ন সংসদে উপস্থাপিত হবে। প্রতিবেদনের ওপর সংসদ সদস্যরা কোনো মতামত ও পর্যবেক্ষণ দিলে তা আমরা প্রতিপালন করব।'

ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতিকে হস্তান্তর

শিক্ষক নিয়োগে ইউজিসির সুপারিশ করা তিনটি প্রক্রিয়া হচ্ছে, প্রথমে লিখিত পরীক্ষা নেয়া। এতে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের মৌখিক পরীক্ষা এবং সর্বশেষ ক্লাস ডেমোনেস্ট্রেশন ব্যবস্থা। বর্তমানে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু মৌখিক পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার নিয়েই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়োগে মেধা ও যোগ্যতার চেয়ে দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পায়। তবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটিতে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা আছে বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক নিয়োগে গত মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করে। তাতে উল্লিখিত তিনটির বাইরে আরও একটি প্রক্রিয়া অনুসরণের নির্দেশনা আছে। সেটি হচ্ছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন। শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার জন্য এ বিষয়গুলো যোগ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করেছি। তাছাড়া সরকারও এক্ষেত্রে মেধার লালন ও স্বচ্ছতা চায়। ইউজিসির প্রতিবেদনেও এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও পুল গঠন করা প্রয়োজন। মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করতে চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো করা জরুরি। একই সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা সমুন্নত রেখে ১৯৭৩ এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংস্কার বাঞ্ছনীয় বলে সুপারিশ করছে কমিশন। ইউজিসি ইতিপূর্বে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন অধ্যাদেশ তৈরির লক্ষ্যে ২০০৭ সালে 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। এ অধ্যাদেশের দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন জরুরি। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকের বিকল্প নেই। তাই শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি করার সুযোগ পান। সেজন্য বৃত্তি ব্যবস্থাকরণের পাশাপাশি বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃত্তি ও ফেলোশিপের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের একাডেমিক দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ইন-স্যার্ভিস), বুনিয়াদি ও পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তোলা জরুরি। ৫১২ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে সুপারিশ ছাড়াও দেশের সরকারি ও বেসরকারি ১৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক একাডেমিক ও আর্থিকসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্থান পেয়েছে। দেশে বর্তমানে ৪২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩৮টিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।